বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত '৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা
(COMDECA: Community Development Camp)'
উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

স্থানঃ চরভাঙ্গা, হাইমচর, চাঁদপুর, রবিবার, ১৮ চৈত্র ১৪২৪, ০১ এপ্রিল ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর নেতৃবৃন্দ,

রোভার স্কাউট ও স্কাউটারবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ স্কাউটস আয়োজিত ৬ষ্ঠ জাতীয় কমডেকা'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বক্তব্যের শুরুতেই আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

সুধিমন্ডলী,

আজ এক গৌরবময় শুভ সময়ে এই কমডেকা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মানুষের মুক্তির জন্য দীর্ঘ ২৩ বছর লড়াই-সংগ্রাম করেছেন। অনেক অত্যাচার, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। তিনি আমাদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র উপহার দিয়েছেন।

জাতির পিতা এ দেশের মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি চেয়েছিলেন অর্থনৈতিক মুক্তি। সে লক্ষ্যে মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কাজ করছি। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জনের মধ্য দিয়ে আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেলাম। এ স্বীকৃতি দেশবাসীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের সুফল।

প্রিয় স্কাউট ও রোভার স্কাউটবৃন্দ,

আমাদের সরকার স্কাউট কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করছে। স্কাউট শতাব্দি ভবন নির্মাণ ও স্কাউটিং সম্প্রসারণের জন্য ১শ ২২ কোটি টাকার প্রকল্প চলমান আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কাবিং সম্প্রসারণের জন্য আরেকটি প্রকল্প অচিরেই অনুমোদন দেওয়া হবে। জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ৯৫ একর বনভূমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছি। বিভিন্ন জেলায় ও অঞ্চলে স্কাউট ভবন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

যে কোন দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় দুর্গতদের পাশে স্কাউটদের উপস্থিতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। বহির্বিশ্বে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মকান্ড ও ক্যাম্পে আমাদের স্কাউটদের সফল অংশগ্রহণ দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। ২০১৭ সালে স্কাউট সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স-এ ''গ্রোথ অ্যাওয়ার্ড'' অর্জন করেছে। এ জন্য স্কাউট নেতৃবৃন্দ ও সকল পর্যায়ের স্কাউট সদস্যদের অভিনন্দন জানাই।

সম্মানিত সুধিবৃন্দ,

৯ বছরে দেশের প্রতিটি সেক্টরে আমরা অভাবনীয় উন্নয়ন করেছি। মানুষ উন্নয়নের সুফল উপভোগ করছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। ৯০ ভাগ উন্নয়ন কাজ নিজস্ব অর্থায়নে করছি। দারিদ্র্যের হার ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৬১০ ডলার । প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে এখন ৭.২৮ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি কমে হয়েছে ৫.৮৪ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ১০.৫২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বর্তমানে রপ্তানি আয় বেড়ে হয়েছে ৩৪.৮৫ বিলিয়ন ডলার। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল মাত্র ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি।

আমাদের সময়ে দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭ সালে ১০ লাখের বেশি মানুষের বিদেশে চাকুরি হয়েছে।

আমাদের সরকার শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল পরিবর্তন এনেছে। একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। ৯ বছরে ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। ১ হাজার ৪৫৮টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। ৩৬৫টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে। ৫০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করেছি।

এ বছরের প্রথম দিন ৪ কোটি ৪২ লাখ ৪ হাজার ১৯৭ শিক্ষার্থীদের ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি নতুন বই বিতরণ করেছি। ৯ বছরে ২৬০ কোটি ৮৫ লাখ ৯১ হাজার ২৯০টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

প্রথম শ্রেণি থেকে ডিগ্রি ও পিএইচডি পর্যন্ত ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করছি। বৃত্তি-উপবৃত্তির টাকা মোবাইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মায়েদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এখন সাক্ষরতার হার ৭২ দশমিক ৩ শতাংশ।

১৪২টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কার্যক্রম থেকে ৬৭ লক্ষাধিক প্রান্তিক মানুষ উপকৃত হচ্ছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্য উৎপাদন ৪ কোটি মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা এখন মানুষের দোরগোড়ায়। সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষ বিনামূল্যে ৩০ পদের ঔষধ পাচ্ছে। মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭২ বছর।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা ফোর-জি যুগে প্রবেশ করেছি। এখন মোবাইল সিম গ্রাহক প্রায় ১৪ কোটি। ইন্টারনেট গ্রাহক ৮ কোটির বেশি। ৫ হাজার ২৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮৫০০ ই-পোস্ট অফিস থেকে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের ৯০ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করছি। যোগাযোগ খাতের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করছি। মেট্রোরেল, পায়রা বন্দর, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল এবং এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

খুব শিগগিরই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে। একশটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। দেশে কেউ গৃহহীন থাকবে না। গৃহহীনদের ঘরবাড়ি করে দিচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করতে আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করছি; রায় কার্যকর করা হচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করছি। এই দেশে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের কোন স্থান হবে না।

কোন সন্তান যেন মাদক ও জঙ্গিবাদের দিকে না ঝুঁকে, সেজন্য প্রত্যেক মা-বাবা, অভিভাবক, শিক্ষক, ইমাম, ওলামা-মাশায়েখ ও সমাজের গণ্যমান্য বক্তিবর্গ, সবাইকে সচেতন থাকবে হবে। সন্তানদের সঠিক শিক্ষা দিতে হবে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে স্কাউটদের এগিয়ে আসতে হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে।

আমরা বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে আমরা মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

রোভারবৃন্দ,

তোমাদের সেবাধর্মী কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে হবে। স্কাউটিং এর সুফল সকল পর্যায়ে পৌঁছাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ও কমিউনিটি ভিত্তিক স্কাউটিং আরও সম্প্রসারণ করতে হবে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ০২টি করে কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট ইউনিট চালু করতে এবং সহশিক্ষা ও মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি করে গার্ল-ইন-স্কাউট ইউনিট খুলতে আমি নির্দেশনা দিয়েছি। এই নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ স্কাউটসকে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে।

প্রতিটি জেলায় স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও মনিটরিং এর জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহকে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ জানাই। স্কাউট কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সব সহায়তা আমি দিব।

প্রিয় রোভার স্কাউটবৃন্দ,

আগামী দিনে তোমরা বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে। তোমরাই জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে। এজন্য তোমাদের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠতে হবে। দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে এগিয়ে আসতে আমি স্কাউট নেতৃবৃন্দকে আহবান জানাই।

৬ষ্ঠ জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প কমডেকা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি ৬ষ্ঠ জাতীয় সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প কমডেকা এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

আল্লাহ হাফেজ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...